প্রাণীজ আমিষের ৬০% এবং জিডিপি'র ৩.৫৭%সরবরাহকারী জেলেদের অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি চাই

মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে প্রত্যেক জেলেকে ২৪ হাজার টাকা অনুদান দিতে হবে

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি বছর অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে । ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫ম। বর্তমানে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে মাত্র দু'টি দেশ–চীন ও ভারত ।

মৎস্যখাত থেকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ, জিডিপির ৩.৫৭ শতাংশ এবং মোট কৃষি খাতের ২৫.৩০ শতাংশ অর্জিত হয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮) । ২০১৭–২০১৮ অর্থ বছরে ৬৯ হাজার মেট্রিক টন মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ২০১৭–২০১৮ অর্থ বছরে শুধু ইলিশ উৎপাদন হয়েছে ৫ লাখ টন, ১১টি ইলিশ উৎপাদিত দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রায় ৭০% ইলিশ উৎপাদিত হয়। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশ লোক মৎস্য আহরণে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

২০১৬–২০১৭ অর্থ বছরে মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল প্রায় ৪১ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। মাছ বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাবারের অন্যতম একটি উপাদান যা প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% সরবরাহ করে।

সমস্যা–সংকটে জর্জরিত উপকূলের জেলে সম্প্রদায়

সরকারী হিসাব অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫ লাখ জেলে প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ ধরার কাজে নিযুক্ত। ইলিশ সংরক্ষণ ও পরিবহনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আছে আছে প্রায় ২০–২৫ লাখ মানুষ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২% আসে ইলিশ থেকে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। ইলিশ রক্ষা কর্মসূচির আওতায় জেলেদের জন্য সরকারের বছরে খরচ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। তার মানে নিজেদের অবদানের তুলনায় অনুদান সহায়তা খুবই অপ্রতুল। এই বিপুল গুরুত্বপূর্ণ খাতে জড়িত উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় ভুগছেন নানা সমস্যায়, যেমন– মাছের উৎপাদন/ আহরণ হ্রাস, অসন্তোষজনক আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ঋণ প্রাপ্তির সুযোগের অভাব, সুশাসন সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ, উলকূলীয় এলাকায় ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত, বিকল্প আয় বর্ধক কাজের অভাব, আছে জলদস্যুর উৎপাত। দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে যাওয়ায় জেলে সমাজের সমস্যা দূর করে, তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান খুব যৌক্তিকভাবেই প্রয়োজন।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী বছরে ৮ হাজার ১২৫ কোটি টাকার ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। এতে হিসাব করে দেখা যায় যে একজন জেলে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ইলিশ মাছ ধরেন। মাছ ধরা বন্ধের সময় (গড়ে বছরে ৩ মাস) একজন জেলে গড়ে ৩০ কেজি করে মোট ৯০ কেজি চাল পান, যার বাজার মূল্য প্রায় ৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং এতে করে সরকারের এ খাতে মোট খরচ হয় আনুমানিক ১৮০ কোটি টাকা। প্রত্যেক জেলেকে তিন মাসের জন্য (যখন মাছ ধরা বন্ধ থাকে) ২৪ হাজার টাকা অনুদান দিলেও বছরে খরচ হবে মাত্র ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। সুতরাং অনুদানের এ বরাদ্দ অনায়াসেই বাড়ানোর দাবী তোলা যায়।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্মের কারণে সাধারণ জেলেরা ন্যায্যমূল্যের ৩০–৩৫% কম দামে তাদের মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলেদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান কবরা গেলেও, শতকরা ৪০% পরিচয়পত্র পেয়েছে জেলে নয় এমন ব্যক্তিবর্গ। ইলিশ প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকলে প্রতি জেলে পরিবার মাসে ৪০ কেজি চাল পাওয়ার কথা থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তারা ২৫%–৩০% চাল কম পাচ্ছেন।

জেলেদের কিছু সাম্প্রতিক সংকট: সমাধানের উদ্যোগ জরুরি

১. মৎস্য অভয়াশ্রমগুলোর সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের জীবিকার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে যেটা বাস্তবিক অর্থে হবার কথা না।

২. জেলেদের তালিকায় শুধু তাদেরই নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের জাতীয় পরিচয় পত্র আছে এবং যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি। নিবন্ধনের দিন উপস্থিত থাকতে না পারা বা এধরনের কিছু কারণে অনেক জেলে এখনো অনিবন্ধিত রয়েছেন। যারা কোনও পরিচয়পত্র পান নি। যার অর্থ তারা সরকারের কাছ থেকে কোন সহায়তা পাবে না।

৩. খাদ্য সহায়তা নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী সময়ে প্রদান করা হয়, এর ফলে এই সাহায্য জেলেদের কঠিন সময়ে তেমন কোন সহায়তা করতে পারে না ।

৪. নিষেধাজ্ঞা এবং প্রাকৃতিক বৈরি পরিবেশের কারণে অনেক সময়ই জেলেরা মাছ ধরতে পারেন না, এই সময়ে আয়ের বিকল্প উৎস্য প্রায় নেই বললেই চলে। আয় বর্ধক কাজের সুযোগ খুবই কম।

৫. ইলিশের প্রজনন মৌসুমে ও ঝাটকা নিধন বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে, এই কর্মসূচি ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু বছরের ৩–৪ মাস অনেক জেলে এর ফলে প্রায় কর্মহীন হয়ে পড়েন, তাদের আয়ের বিকল্প কোন উপায় না থাকায় দারুণ সংকটে পড়ে যায় দরিদ্র জেলে পরিবারগুলো।

খাদ্য নিরাপত্তায় জেলেদের অবদানের স্বীকৃতি ও ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কতিপয় সুপারিশ:

১. জেলেদের তথ্য হালনাগাদ করতে হবে, পরিচয়পত্র ও নিবন্ধন কর্মসূচি হালনাগাদ করতে হবে। জেলেদের উপর একটি তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করতে হবে। এই তথ্যভাণ্ডার আর্থিক সহায়তা প্রদান, দুর্যোগে সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করতে পারে।

২. প্রয়োজনে অর্থ যোগান দেওয়া বা অর্থ সহায়তা পাওয়ার উৎস্য জেলেদের জন্য খুবই অপ্রতুল। উপকূলীয় এলাকায় এই সুযোগ আরও সংকীর্ণ। জেলেদের জন্য উপকূলীয় এলাকায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।

৩. উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের জন্য চলমান ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা প্রয়োজন, যেখানে সঞ্চয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচি পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদেরকে প্রযোজনীয় নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৪. জেলে অধ্যুষিত এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন/ক্ষমতায়ন এবং নেতৃত্ব বিকাশে প্রকল্প শক্তিশালী করতে হবে। সামাজিক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং দরিদ্রদের এই ক্ষেত্রে অধিক অন্তর্ভুক্তির জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

৫. কমিউনিটি রেডিও এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে জেলেদের সচেতন করে তোলার জন্য বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. দরিদ্র জেলেদের মধ্যে খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাদের জমি এবং বসত–ভিটা নদী ভাঙনের স্বীকার হয়েছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জেলেদের এলাকায় রাস্তা, সাইক্লোন সেন্টার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকা থাকা উচিৎ।

৭. জেলেদেরকে সামুদ্রিক সম্পদের উপর ধীরে ধীরে নির্ভরতা কমানোর জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে, যেমন হাঁস মুরগী, গরু–ছাগল পালন ইত্যাদি।

৮. প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের মতো জেলেদের ঝুঁকি ভাতা ও ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্যোগে কোনও জেলের মৃত্যু হলে ১ লক্ষ টাকা নগদ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সকল মাছ ধরার নৌকার নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদেরকে লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে ।

১০. মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময় শুরু হওয়ার অন্তত ১৫ দিন আগেই চাল বা টাকার অনুদান নিশ্চিত করতে হবে।

উপকূলীয় মৎস সম্পদের প্রাচুর্য শুধু তখনই জেলে সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে, যখন তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, একটা সম্মানজনক জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করা এবং সম্পদ সৃষ্টিতে সফল হবার লক্ষ্যে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য যেকোন উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেলে সম্প্রদায়ের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে। প্রান্তিক জেলেদের বর্তমান দুরবস্থা এবং দারিদ্রের অন্যতম কারণ জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদানের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন না হওয়া। জাতীয়ভাবে জেলেদের অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি হতে পারে এর একটি টেকসই সমাধান।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:
অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, অন্তর, উদয়ন বাংলাদেশ, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, প্রান্তজন, পিএসআই, কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংকল্প ট্রাস্ট, সংগ্রাম, সিডিপি, হাওর কৃষক ও মৎস্য শ্রমিক জোট এবং বাংলাদেশ ফিশ ওয়ার্কার এলায়েন্স।

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, মেট্রো মেলোডি (২য় তলা), বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা–১২০৭।
যোগাযোগ: সনত কুমার ভৌমিক (মোবাইল: ০১৭১১৮৮১৬৬২) মোস্তফা কামাল আকন্দ (মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১)।